ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 124 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১২৪ ● কলকাতা ● ২৫ বৈশাখ, ১৪৩৩ ● শনিবার ● ০৯ মে ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 283

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

একটা দড়ি ছিল, যা কোমরে বাঁধা থাকত- তারই সাহায্যে ঐ কাপড়ের কৌপিন পরা হত। বাকী কাপড় ঝোলাতে ছিল, পরতাম না। জিনিস পত্রের রূপে বেশী কিছু ছিল না। দাঁড়ি, গোঁফ আর চুল খুব বড় হয়ে গিয়েছিল। জুতা ছিল, কিন্তু তা পরতাম না, এমনিই পড়েছিল। জুতা পরে পা পিছলানোর ভয় ছিল।

ক্রমশঃ

শপথ নিয়েই প্রথম দুটি কাজ কী হবে, জানিয়ে দিলেন শুভেন্দু

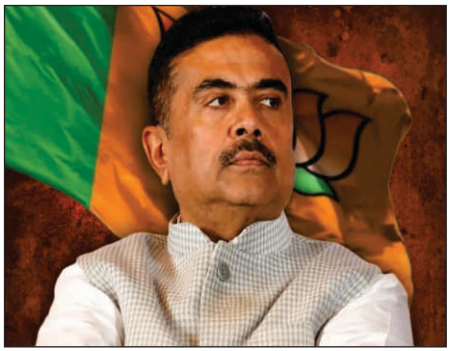

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শুক্রবার সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর নাম ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । নিউটাউনের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে বিজেপির পরিষদীয় দলের বৈঠকে শুভেন্দুকে নেতা নির্বাচিত করা হয়।আগামিকাল অর্থাৎ শনিবার ব্রিগেডের ঐতিহাসিক ময়দানে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে শপথ নেবেন শুভেন্দু। শপথের আগেই তাঁর এই 'ফাইল খোলা'র হুঁশিয়ারি বিরোধী শিবির এবং প্রাক্তন শাসকদলের অন্দরে যে বড়সড় কম্পন তৈরি করল, তা বলাই বাহুল্য। এখন দেখার, শনিবার শপথ গ্রহণের পর প্রশাসনিক স্তরে শুভেন্দুর এই বার্তার

এরপর ৩ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

রচনার গলায় উলটো সুর!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্য রাজনীতিতে পালাবদলের আবহে গত ছিয়ানব্বই ঘণ্টায় নেটভুবনের আতশকাচে এহেন বহু গুনীজনের মন্তব্য ধরা পড়েছে, যা নিয়ে সরগরম ওয়াকিবহালমহল। এমন আবহে চর্চায় রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় । টালিগঞ্জ স্টুডি পাড়ার কাজের সংস্কৃতি নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য তৃণমূলের তারকা সাংসদের। চব্বিশ সালের লোকসভা ভোটে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে রাজনৈতিক ইনিংস শুরু করেন রচনা। সেবারই ঘাসফুল শিবিরের টিকিটে হুগলি কেন্দ্র থেকে জিতে সাংসদ হন টেলিপাড়ার 'দিদি নম্বর ওয়ান'। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে টলিউডের সঙ্গে যুক্ত রচনা। সেই প্রেক্ষিতে বাংলা সিনেদুনিয়ার বর্তমান প্রজন্মের কাছে তিনি সিনিয়র অভিনেত্রীও বটে। এতদিন কেন তাহলে ইন্ডাস্ট্রির রাজনীতি নিয়ে সরব হননি রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়? নেত্রী-অভিনেত্রীর মন্তব্য, "যেহেতু সরকার তাদের ছিল আমরা কেউ হয়তো সেঅর্থে খুব জোর গলায় আওয়াজ তুলতে পারিনি।" সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রচনা এও দাবি করে যে, অনেকদিন ধরেই তাঁর মনে হয়েছিল মানুষ তৃণমূলকে সমর্থন করছে না। তিনি জানান, প্রচারে গেলে বহু মানুষ গিয়ে তাঁর সঙ্গে সেলফি তুলে চলে যান, এটা দেখেই তাঁর সন্দেহ হয়েছিল যে মানুষ তাঁকে দেখতে আসছে কিন্তু ভোটবাক্সে তার কোনও প্রতিফলন নেই। হুগলির 'দিদি নম্বর ওয়ান'-এর এহেন 'উলটো সুর' ভাইরাল হতেই প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি এবার রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় 'ডিগবাজি' খেলেন?ঘাসফুল শিবিরের টিকিটে হুগলি কেন্দ্র থেকে জিতে সাংসদ হন টেলিপাড়ার 'দিদি নম্বর ওয়ান'। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে টলিউডের সঙ্গে যুক্ত রচনা। সেই প্রেক্ষিতে বাংলা সিনেদুনিয়ার বর্তমান প্রজন্মের কাছে তিনি সিনিয়র অভিনেত্রীও বটে। এতদিন কেন তাহলে ইন্ডাস্ট্রির রাজনীতি নিয়ে সরব হননি রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়?

ছাব্বিশের ভোটে তৃণমূল দীর্ঘ পনেরো বছরের রাজপাট গুটিয়ে নিতেই বাংলা সিনেইন্ডাস্ট্রির অন্দরে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সমাহার। গত সোমবার বঙ্গে গৈরিক সূর্যোদয় দেখার পর টলিউডের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক তারকাই 'বিশ্বাস ব্রাদার্স'কে নিয়ে '১৮০ ডিগ্রি' ঘুরে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। কারণ বিগত দেড় দশকে একাধিকবার বাংলা সিনেপাড়ায় এমন রব উঠেছে- রাজনীতির নাগপাশ থেকে মুক্ত হোক টলিউড! কখনও বিরোধী শিবির সমর্থক হওয়ায় ইন্ডাস্ট্রিতে শিল্পীদের কোণঠাসা হওয়ার খবর ছড়িয়েছে, তো কখনও বা আবার ক্ষমতার আস্ফালনের অভিযোগে সরব হওয়ায় বিরাগভাজন হতে হয়েছে শিল্পীদের। গত একবছরে বাংলা সিনেপাড়ার 'ব্যান কালচার' নিয়েও কম হইচই হয়নি। এবার বঙ্গে ফুলবদলে বাংলা সিনেদুনিয়ার অন্দরের রাজনীতি নিয়ে কী মত রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের?

তৃণমূলের তারকা সাংসদের মন্তব্য, "আমরা এতবছর ধরে অভিনয় করেছি আগে তো এগুলো ছিল না, এটা মানতেই হবে। বিগত ১৫ বছর আগে কোনও রাজনৈতিক দল এসে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি চালাত না। এটাই সত্যি। আমরা নিজেদের মতো কাজ করেছি। ইম্পার প্রেসিডেন্ট, ফোরাম সব একসঙ্গে কাজ করত। সব কটা ফিল্ডের আলাদা আলাদা ফোরাম ছিল। তার মধ্যে একজন 'হেড' থাকতেন, যাঁর তত্ত্বাবধানে সবটা চলত। খুব শান্তিপূর্ণভাবে আনন্দের সঙ্গে আমরা কাজ করেছি। কোনও দিন এত অশান্ত পরিবেশ টলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে ছিল না। কিন্তু ইদানিংকালে সেটা হয়েছিল। সেটা অনেকেই মেনে নিতে পারছিলেন না।" শুধু তাই নয়! যে দলের হাত ধরে রাজনৈতিক কেরিয়ারের শুরুয়াত, বাংলা সিনেইন্ডাস্ট্রির অন্দরে তাঁদের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে সমালোচনা করতেও পিছপা হননি তিনি।

মাধ্যমিকে দুর্দান্ত সাফল্য, রাজ্যের মেধাতালিকায় জায়গা জটেশ্বরের স্বরূপের

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করে জটেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়ের মুখ উজ্জ্বল করল স্বরূপ কণ্ঠ। তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৩জটেশ্বরের এক পরীক্ষার্থীর এই রাজ্যস্তরের সাফল্যে খুশির আবহ ছড়িয়েছে গোটা আলিপুরদুয়ার জেলাজুড়ে। ফলাফল প্রকাশের পর থেকেই স্বরূপের বাড়িতে শুভেচ্ছা জানাতে ভিড় জমান আত্মীয়-স্বজন, শুভানুধ্যায়ী মানুষজন এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা।স্বরূপ জানায়, পরীক্ষার পর থেকেই তার আত্মবিশ্বাস ছিল যে ফল ভালো হবে। এই সাফল্যে সে অত্যন্ত আনন্দিত। পাশাপাশি বাবা-মা ও সকল শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছে সে।স্বরূপের বাবা স্বনব কণ্ঠ বলেন, "ছেলের এই সাফল্যে আমরা অত্যন্ত গর্বিত ও আনন্দিত। শিক্ষক-শিক্ষিকা, আত্মীয়-স্বজন সকলেরই অনেক প্রত্যাশা ছিল।স্বরূপ সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পেরেছে। জটেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয় থেকেও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের তরফে এদিন বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে কৃতি ছাত্র স্বরূপ কণ্ঠ-সহ আরও দুই কৃতী পরীক্ষার্থীকে নিয়ে প্রায় দুই কিলোমিটার পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সাফল্য উদ্‌যাপনে এমন উদ্যোগ এই প্রথম বলে জানিয়েছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।বিদ্যালয়ের টিচার-ইন-চার্জ অমিত দত্ত বলেন,এই দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকুক এবং আগামী দিনের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা উৎসাহিত হোক, সেই লক্ষ্যেই এই বিশেষ আয়োজন করা হয়েছে।

(১ম পাতার পর)

শপথ নিয়েই প্রথম দুটি কাজ কী হবে, জানিয়ে দিলেন শুভেন্দু

প্রতিফলন ঠিক কতটা দ্রুত ঘটে।আর নেতা নির্বাচিত হওয়ার পর নিজের প্রথম ভাষণেই হবু মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিলেন - তাঁর সরকারের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হবে বিগত জমানার অমীমাংসিত এবং বিতর্কিত ফাইলগুলি পুনরায় খোলা।

এদিন স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই শুভেন্দু হুঙ্কার দিয়ে বলেন, 'আরজি কর থেকে সন্দেশখালি - সব ফাইল আমি খুলব। কোনও দুর্নীতির তদন্তই ধামাচাপা পড়ে থাকবে না।' তিনি ঘোষণা করেন, এই সব ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য বিশেষ কমিশন গঠন করা হবে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে নেওয়া হবে কঠোরতম ব্যবস্থা।

শুধু নারী সুরক্ষা বা অপরাধ দমন নয়, প্রশাসনিক স্তরে হওয়া প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি রুখতেও তিনি একগুচ্ছ পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। শুভেন্দুর কথায়, 'যাঁরা সরকারি অর্থ নয়ছয় করেছেন এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতিতে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে দিয়ে কমিশন বসানো হবে। কেউ ছাড় পাবে না।'

এদিন হবু মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে বারবার ফিরে এসেছে লড়াই এবং শহিদদের কথা। তিনি বলেন, 'আমি আজ সেই ৩২১ জন বিজেপি কর্মীকে স্মরণ করতে চাই, যাঁরা এই পরিবর্তনের জন্য প্রাণ দিয়েছেন। যাঁরা তৃণমূল জমানায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন, তাঁদের প্রতিটি স্বপ্ন এই বিজেপি সরকার পূরণ করবে।' নিজের ভাষণে তিনি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিশেষ করে সুনীল বনসল, ভূপেন্দ্র যাদব, অমিত মালব্য ও মঙ্গল সিংকে ধন্যবাদ জানান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বাংলার উন্নয়নের চাকাকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংকল্পও শোনা যায় তাঁর গলায়।

শুভেন্দু অধিকারীর এই 'আমি নয়, আমরা' নীতি এবং প্রথম দিন থেকেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে এই কড়া অবস্থান রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। বিশেষ করে আরজি কর বা সন্দেশখালির মতো বিষয়গুলি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে আবেগ ও ক্ষোভ রয়েছে, সেটিকে প্রথম দিন থেকেই গুরুত্ব দিয়ে শুভেন্দু প্রমাণ করতে চাইলেন যে, তাঁর সরকার হবে প্রকৃত অর্থেই 'ভরসা'র সরকার।

RSS ঘুরে ABVP-র গুরু দায়িত্ব থেকে তিরিশেই MLA, সম্ভাব্য মন্ত্রিত্বের দৌড়ে প্রাক্তন ছাত্রনেতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কে হবেন মুখ্যমন্ত্রী, কে পাবেন কোন মন্ত্রকের দায়িত্ব, তা নিয়ে চাপানউতোর কম হচ্ছে না। সূত্রের খবর, বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা থেকে অভিজ্ঞ বিধায়ক, পুরনো মুখ থেকে প্রথমবারের বিধায়ক হয়েছেন, এমন অনেক মুখকেই দেখা যেতে পারে ক্যাবিনেটে। এরইমধ্যে একাধিক নতুন মুখ নিয়ে চর্চা কম হচ্ছে না।৩১ বছরের বিরাজ পড়াশোনা করেছেন আইন নিয়ে। কলকাতা হাইকোর্টে প্রাকটিসও করছেন। ছাত্র আন্দোলন থেকে উঠে আসা বিরাজ এর আগে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের রাজ্য সম্পাদকের দায়িত্ব সামলেছেন। সামলেছেন সর্বভারতীয় সম্পাদকের দায়িত্বও। এবার

তাঁকে সামনে রেখেই করণদিঘিতেটিভি৯ বাংলাকে বলছেন জয়ের লড়াইয়ের ময়দানে নেমেছিল পদ্মবিশ্বাসী তিনি আত্মবিশ্বাসীই ব্রিগেড। এসেছে প্রত্যাশিত জয়।ছিলেন। তাঁর কথায়, "লড়াইটা উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘিরছিল একজন মাফিয়ার বিরুদ্ধে। হেভিওয়েট নেতা গৌতম পাললড়াইটা একটু কঠিন থাকলেও প্রায় কুড়ি হাজার ভোটে হেরে যানজয়ের ব্যাপারে ১০০ শতাংশ বিরাজের কাছে। বিরাজ যদিও

এরপর ৫ পাতায়

বিধানসভার চার ঘরে আপাতত পড়ল 'তালা'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা: বিধানসভার স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, চিফ হুইপ, ডেপুটি চিফ হুইপ বা সহকারী মুখ্য সচেতক, এই চার ঘর আপাতত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হল। সেখানে ঢুকতে পারবেন না কেউই। বিধানসভা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হল প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে।পশ্চিমবঙ্গের সপ্তদশ বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যেই জারি করেছে লোক ভবন। রাজ্যপাল আরএন রবির দফতরের তরফে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ৭ মে থেকে বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ কার্যকর করা হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রের বক্তব্য, বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার অর্থ হল সরকারও আর নেই। ইস্তফা না-দিলেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর মন্ত্রিসভা এখন 'প্রাক্তন'। তবে 'মুখ্যমন্ত্রী' মমতাকে বরখাস্ত করেননি রাজ্যপাল। আবার তাঁকে নতুন সরকারের শপথ পর্যন্ত 'তদারকি মুখ্যমন্ত্রী' হিসাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার কথাও বলেননি। ইতিমধ্যেই বিধানসভার মন্ত্রীদের ঘর থেকে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমস্ত ছবি খুলে ফেলা হয়েছে। একইভাবে বিধানসভার অ্যানেক্স বিল্ডিংয়ে বারবার পরিদর্শন করছেন পূর্ত

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

বারাসতে দিনভর চন্দ্রনাথের খুনিদের গাড়ি অপেক্ষা করেছিল

শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথকে বুধবার রাতে গুলি করে খুন করা হয়। মধ্যমগ্রামের দোহাড়িয়ায় গাড়ি করে এসে চন্দ্রনাথের গাড়ি লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। গাড়িতে চন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন তাঁর চালক বুদ্ধদেব বেরাও। তাঁদের দু'জনকেই উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে, চিকিৎসকেরা চন্দ্রনাথকে মৃত ঘোষণা করেন।লজিস্টিক সাপোর্ট থেকে এলাকার অলিগলি চেনানো, রেইকি থেকে এক্সিট রুট প্রস্তুত করা- এই ধরনের কাজে স্থানীয় দুষ্কৃতীদের সাহায্য নেওয়া হয়েছে বলেই দাবি পুলিশের। নিখুঁত পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনা মাফিক কাজ সম্পন্ন করতেই ভিন রাজ্যের প্রফেশনাল কিলারদের সাহায্যের জন্য স্থানীয় গ্যাং সদস্যদের কাজে লাগানো হয়েছিল বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের।তদন্তকারী আধিকারিক সূত্রে খবর, যেদিন চন্দ্রনাথ রথকে খুন করা হয় সেদিন দিনভর বারাসাত এগারো নম্বর রেল গেটের কাছে একটি ফাঁকা জায়গায় খুনে ব্যবহার করা গাড়িটি রাখা ছিল। তারপর সেখান থেকেই গাড়িটি নিয়ে আশপাশের এলাকায় বেশ কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ায় দুষ্কৃতীরা। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে লক্ষ করা গিয়েছে গাড়ির গতিবিধি। চন্দ্রনাথকে গুলি করার পর চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা।

পরবর্তীতে এই রেল গেটের কাছ থেকে একটি বাইকও উদ্ধার করা হয়েছে। এর পিছনে কারা জড়িত গোটা বিষয়টি তদন্তকারী আধিকারিকদের তরফ থেকে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তভার নেওয়ার পরই বৃহস্পতিবার রাতে জরুরি বৈঠকে বসে SIT। তদন্তে যুক্ত অফিসার ও কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করে অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন কর্তারা, প্রত্যেকের কাছ থেকে নেওয়া হয় আপডেট।

বাংলার সাধক বামাক্ষ্যাপা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(চৌবিশতম পর্ব)

পরিচিত , যার অর্থ হল "নির্বোধ ".মন্দির পরিচালনার কর্মচারী "দূর্গাদাস সরকার " এর পরিচিত কৈলাস বাবাজীর সাথে বামদেবের পরিচয় । তারাপীঠে তিনিই প্রথম কৈলাচার্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর হাতেই ১৩১৮ বাংলার নরলীলায় জনকল্যাণ শুরু হয়।দেবতা ও মানুষ , মানুষ ও পশুতে , জাত ও বেজাতে এবং ঘনী ও দরিদ্রের মধ্যে কোন ভেদাভেদ করেন নি।তবে তিনি বাক্‌সিদ্ধ ছিলেন। মুখে যা বলে ফেলতেন সেটাই ঘটে যেত। তারাপীঠের নগেন পাণ্ডা খুবই খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব ছিলেন ।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

বিধানসভার চার ঘরে আপাতত পড়ল 'তালা'

দফতরের আধিকারিকরা। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও করছেন। নতুন নতুন নির্দেশও দেওয়া হচ্ছে কর্মীদের। সূত্রের খবর, ওখানেই তৈরি হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়। গোটা বিধানসভায় বাড়ানো হয়েছে পুলিশি বন্দোবস্ত। এমনকি, মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের করিডরের সামনে বসানো হয়েছে পুলিশ প্রহরা।

এর পাশাপাশি বিধানসভায় এদিন খোলা হল প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘর। প্রসঙ্গত এই ঘরের পাশেই বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর ঘর। নয়া বিধানসভায় এই ঘর কোন মন্ত্রী পান, তা নিয়ে বিধানসভায় এখন জোর চর্চা চলছে। প্রসঙ্গত, পার্থ চট্টোপাধ্যায় গ্রেফতারের পরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এই ঘর। ২০২২ সালের জুলাই মাস থেকে বন্ধ ছিল । বিধানসভায় অ্যানেক্স বিল্ডিংয়েও এখন চূড়ান্ত তৎপরতা। এখানেই নয়া মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় তৈরি হতে পারে। বারবার প্রশাসনিক আধিকারিকরা এই বিল্ডিং পরিদর্শন করছেন। এর পাশাপাশি শনিবারের জন্য সাজানো শুরু বিধানসভা । স্পিকারের ঘর সাজানো হচ্ছে। আলো আনা হয়েছে নতুন। মুখ্যমন্ত্রীর ঘরও খুলে দেখা হল।

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আজকের যুগে আমরা কোন জাতি এই কথাগুলো মেনে নিতে বাধ্য নয়, তাই এত অরাজকতা!আর এই অরাজকতার মূলে আমার আপনার মত কিছু ব্যক্তি যুক্ত। আর সেই কারণেই মানব জাতির সঙ্গে দেবতা কুলের মধ্যে ভীষণ ফারাক রয়ে গেছে, মানব জাতির সঠিক কর্ম দেবতার রূপ নেয়।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(৩ পাতার পর)

RSS ঘুরে ABVP-র গুরু দায়িত্ব থেকে তিরিশেই MLA, সম্ভাব্য মন্ত্রিত্বের দৌড়ে প্রাক্তন ছাত্রনেতা

আত্মবিশ্বাসী ছিলাম।" বিরাজ যুক্ত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের সঙ্গেও। মন্ত্রিত্বের প্রসঙ্গ উঠতেই বললেন, "আমাদের কোনও চাওয়া-পাওয়া নেই। এখন পার্টি যেটা বেটার মনে করবে সেটাই করবে। মানুষের জন্য শুধু কাজ করতে চাই।"শোনা যাচ্ছে এবার সব জেলাতেই কোনও না কোনও বিধায়ক মন্ত্রিত্বের স্বাদ পেতে পারেন।

প্রসঙ্গত, দক্ষিণবঙ্গ তো বটেই বিজেপির চোখ ধাঁধানো ফল হয়েছে উত্তরবঙ্গেও। এবার উত্তর দিনাজপুর জেলা থেকে বিজেপির চারজন বিধায়ক জিতে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম করণদিঘির বিধায়ক বিরাজ বিশ্বাস। তিনি এবারের অন্যতম কনিষ্ঠ বিধায়কও বটে। গেরুয়া শিবির সূত্রে খবর, নতুন মন্ত্রীদের নিয়ে চর্চার মাঝেই উঠে আসছে বিরাজের নাম। কোন দফতর পেতে পারেন তা নিয়েও পুরোদমে চলছে আলোচনা।

রাজ্য বেহাত, এবার কি কলকাতা পুরসভাতেও ফুটবে পদ্ম? ছোট লালবাড়ি নিয়ে আশঙ্কায় তৃণমূল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতার পালাবদলের পর রাজনৈতিক লড়াই এখন ঘুরে গিয়েছে রাজধানী কলকাতাকে ঘিরে। নবান্ন থেকে মহাকরণে প্রশাসনিক প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতির মাঝেই বড় প্রশ্ন— তৃণমূলের দীর্ঘদিনের দুর্গ কলকাতা পুরসভাও কি হাতছাড়া হতে চলেছে? বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল বলছে, কলকাতা শহরের অধিকাংশ ওয়ার্ডেই এগিয়ে বিজেপি। আর সেই পরিসংখ্যানই এখন তৃণমূলের অন্দরে বাড়াচ্ছে অস্বস্তি।

রাজ্যে বিজেপির ঐতিহাসিক জয়ের পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে, এবার নজর ছোট লালবাড়ির দিকে। কলকাতা পুরসভার ১৪৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১০১টিতে বিধানসভা নির্বাচনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। তৃণমূল এগিয়ে মাত্র ৪৩টিতে। ফলে আগামী পুরভোটকে ঘিরে কার্যত আগাম স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে দুই শিবিরে।

ডিসেম্বর নাগাদ কলকাতা পুরসভার নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও, রাজনৈতিক মহলের একাংশের অনুমান— নতুন সরকার চাইলে নির্ধারিত সময়ের আগেই ভোট হতে পারে। যদিও বিজেপির তরফে এখনও এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কিছু জানানো হয়নি। তবে তৃণমূলের অন্দরে এখন থেকেই আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, শহুরে ভোটব্যাঙ্কে বড় ধাক্কার প্রভাব পুরভোটেও পড়তে পারে।

কলকাতা পুরসভা দীর্ঘদিন ধরেই তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি। বাম আমলেই প্রথম কলকাতা পুরসভা দখল করেছিল তৃণমূল। তারপর ২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকে কার্যত নিরঙ্কুশ আধিপত্য ছিল শহরের প্রশাসনে। কিন্তু এবারের বিধানসভা ভোটে সেই চেনা সমীকরণে বড় ফাটল দেখা দিয়েছে।

তৃণমূলের একাংশের মতে, মানুষের ক্ষোভ শুধু রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে নয়, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধেও জমেছিল দীর্ঘদিন ধরে। দুর্নীতি, সিন্ডিকেটরাজ, বেআইনি নির্মাণ, স্থানীয় স্তরে দাপট— সব মিলিয়ে শহরাঞ্চলে শাসকদলের ভাবমূর্তিতে বড় ধাক্কা লেগেছে। দলের অনেক কাউন্সিলরই এখন ব্যক্তিগত স্তরে চাপে রয়েছেন বলে সূত্রের খবর।

দলের অন্দরে আরও একটি বড় উদ্বেগ হল সংগঠনের ভাঙন। ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ, দলবদল এবং রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা বাড়ছে। বহু জায়গায় স্থানীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন কর্মীরাই। ফলে আগামী পুরভোটে সংগঠন ধরে রাখাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে তৃণমূলের কাছে।

শুধু কলকাতা নয়, বিধাননগর, হাওড়া, আসানসোল, দুর্গাপুর, চন্দননগর ও শিলিগুড়ির মতো গুরুত্বপূর্ণ পুরনিগম নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে জোড়াফুল শিবিরে। বিধানসভা নির্বাচনের ফল বিশ্লেষণ করে রাজনৈতিক মহলের ধারণা, শহরাঞ্চলে বিজেপির উত্থান আগামী পুরভোটের সমীকরণ পুরো বদলে দিতে পারে।

তবে তৃণমূল নেতৃত্ব প্রকাশ্যে এখনও আত্মবিশ্বাসী থাকার বার্তাই দিচ্ছে। তাঁদের দাবি, রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও চাপের আবহ তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তব বলছে, রাজ্যের ক্ষমতা হারানোর পর কলকাতা পুরসভা ধরে রাখা এখন তৃণমূলের কাছে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক লড়াই হতে চলেছে।

এবার গভর্নরও রাজি, মুখ্যমন্ত্রী পদে ‘থালাপতি’র শপথ শনিবার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে দীর্ঘ ছয় দশকের দ্রাবিড় শাসনের অবসান ঘটিয়ে এক নতুন ভোরের সূচনা করতে চলেছেন সুপারস্টার বিজয়। রুদ্ধশ্বাস নাটকীয়তা আর নানা টানাপোড়েনের পর অবশেষে সরকার গঠনের প্রয়োজনীয় সংখ্যা জোগাড় করেছে তার দল ‘তামিলগা ভেট্রি কাঝাগাম’ (টিভিকি)।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল আর.ভি. আরলেকারের সঙ্গে দেখা করেন বিজয় এবং ১১৮ জন বিধায়কের সমর্থনপত্র জমা দিয়ে সরকার গঠনের দাবি জানান। সূত্রের খবর, সব ঠিক থাকলে আগামীকাল শনিবার সকাল ১১টায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে চলেছেন এই অভিনেতা-রাজনীতিবিদ।

গত মাসে অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনে ২৩৪টি আসনের মধ্যে ১০৮টি আসন জিতে একক বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল বিজয়ের টিভিকি। কিন্তু সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ১১৮ থেকে তারা ছিল মাত্র ১০ আসন দূরে।

গত দুই দিন ধরে রাজ্যপাল স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ ছাড়া তিনি কাউকে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানাবেন না। এরপরই শুরু হয় পর্দার আড়ালের রাজনৈতিক সমীকরণ বদলের পালা। ডিএমকে ও এআইএডিএমকের দীর্ঘ ৬২ বছরের আধিপত্য ভাঙতে বিজয়কে সমর্থন দিতে এগিয়ে আসে কংগ্রেস। পুরনো মিত্র ডিএমকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বিজয়ের শিবিরে যোগ দেয় তারা। কংগ্রেসের ৫ জন বিধায়কের পাশাপাশি ভিসিকে এবং বাম দলগুলিও বিজয়কে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিলে ম্যাজিক ফিগার স্পর্শ করা সহজ হয় বিজয়ের পক্ষে।

বিমানের ভেতরেও হিন্দুত্ববাদীদের বেনজির হানা: ‘জয় শ্রী রাম’ স্লোগানে হেনস্থার শিকার মহুয়া মৈত্র

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইন্ডিগো ফ্লাইটে একদল উগ্র হিন্দুত্ববাদী যাত্রীর হাতে অভব্য আচরণ এবং হেনস্থার শিকার হওয়ার অভিযোগ তুললেন তৃণমূল কংগ্রেসের সংসদ সদস্য মহুয়া মৈত্র।

বৃহস্পতিবার কলকাতা থেকে দিল্লি যাওয়ার পথে এই ঘটনাটি ঘটে। এই ঘটনায় ডিউটিতে থাকা বিমান কর্মীদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

মহুয়া মৈত্র সংসদীয় প্রতিরক্ষা কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে ইন্ডিগোর ৬ই-৭১৯ বিমানে কলকাতা থেকে দিল্লি যাচ্ছিলেন। অভিযোগ অনুযায়ী, ৪-৬ জনের একটি দল বিমানের ভেতরেই তাঁকে লক্ষ্য করে রাজনৈতিক স্লোগান দিতে শুরু করে এবং অশালীন মন্তব্য করে।

মহুয়া মৈত্র জানান, বিমানটি অবতরণের পর যাত্রীরা নামার আগেই একদল ব্যক্তি তাঁকে ঘিরে ধরে ‘জয় শ্রী রাম’ এবং *টিএমসি চোর’ স্লোগান দেয়।তাঁকে লক্ষ্য করে লিঙ্গবৈষম্যমূলক গালিগালাজ করা হয়। পুরো ঘটনাটি অভিযুক্তরা মোবাইল ফোনে ভিডিও করে, যা তাদের ‘পূর্বপরিকল্পিত’ উদ্দেশ্য বলেই মনে করছেন এই সংসদ সদস্য।

মহুয়া মৈত্র ডিজিসিএ-কে দেওয়া অভিযোগে বলেন, "এটি সাধারণ নাগরিকের ক্ষোভ নয়, বরং একটি পরিকল্পিত হেনস্থা। একটি আবদ্ধ বিমানে আমাকে মৌখিকভাবে আক্রমণ করা হয়েছে, যেখান থেকে পালানোর কোনো পথ ছিল না।"

তৃণমূল নেত্রীর অভিযোগ, বিমানের কেবিন ক্রুরা এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি দেখেও কোনো পদক্ষেপ নেননি। বেসামরিক বিমান পরিবহন নিয়ামক সংস্থা (সিএআর)-এর নিয়ম অনুযায়ী, ‘উদ্ধত যাত্রী’-দের বিরুদ্ধে বিমান কর্মীদের যে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ছিল, তারা তা করেননি। মহুয়া মৈত্র এই ‘কর্তব্য গাফিলতি’র জন্য কর্মীদের বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা চেয়েছেন।

এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। কংগ্রেস নেতা পবন খেরা এবং সংসদ সদস্য ইমরান প্রতাপগড়ি এই ঘটনাকে ‘দুর্ভাগ্যজনক’ বলে বর্ণনা করেছেন এবং আকাশপথের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

আপ সাংসদ সঞ্জয় সিং বিজেপিকে আক্রমণ করে একে ‘গুণ্ডামি’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। কিষাণগঞ্জ সংসদ সদস্য মহম্মদ জাভেদ স্পষ্ট জানান, বিমান কোনো রাজনৈতিক সভার জায়গা নয়।

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে ২০৬টি আসন জিতে বিজেপির ঐতিহাসিক জয় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের ১৫ বছরের শাসনের অবসানের পর থেকেই রাজ্যে রাজনৈতিক উত্তাপ তুঙ্গে। সেই উত্তপ্ত আবহের মধ্যেই এই হেনস্থার ঘটনাটি ঘটল।

মহুয়া মৈত্র ইতিমধ্যেই ডিজিসিএ এবং কেন্দ্রীয় বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রীর কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তিনি অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে তাদের 'ন্যাশনাল নো-ফ্লাই লিস্টে' অন্তর্ভুক্ত করার এবং বিমানের সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছেন।

সিনেমার খবর

ক্ষমা চাইলেন সঞ্জয়, ৫০ মেয়েশিশুর শিক্ষার ব্যয়ভার বহনের প্রতিশ্রুতি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আইটেম গান 'সরকে চুনার তেরি সরকে'-কে কেন্দ্র করে চলা অশ্লীলতা বিতর্কে সোমবার ভারতের জাতীয় মহিলা কমিশনের (এনসিডব্লিউ) সামনে হাজিরা দিলেন বলিউড অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত। 'কেডি: দ্য ডেভিল' সিনেমার এই গানটিতে নারীদের কুরুচিকরভাবে উপস্থাপনের অভিযোগে কমিশন তাকে তলব করেছিল।

শুনানিতে অংশ নিয়ে অভিনেতা লিখিতভাবে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন এবং জানিয়েছেন, এই গানের মাধ্যমে সমাজের কোনো ক্ষতি করার উদ্দেশ্য তার ছিল না। তবে কেবল ক্ষমা চেয়েই পার পাননি অভিনেতা; সংশোধনী পদক্ষেপ হিসেবে তিনি ৫০ জন আদিবাসী কন্যাশিশুর শিক্ষার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন বিজয়া রাহাটকারের অধীনে অনুষ্ঠিত এই শুনানিতে সঞ্জয় দত্তের মতো একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। কমিশন স্পষ্ট করে দেয় যে, শিল্পচর্চার স্বাধীনতা থাকলেও নারীদের পণ্য হিসেবে উপস্থাপন বা অশালীনতা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়, সেজন্য সঞ্জয় দত্ত আশ্বাস দিয়েছেন যে তার পরবর্তী সব সিনেমার চুক্তিতে নারীদের মর্যাদা রক্ষার বিষয়টি আইনিভাবে বাধ্যতামূলক করা হবে।

উল্লেখ্য, এই একই বিতর্কে অভিনেত্রী নোরা ফাতেহিকেও তলব করা হয়েছিল, তবে তিনি বর্তমানে ভারতের বাইরে থাকায় কমিশনের কাছে নতুন তারিখ চেয়েছেন।

এই গানটি নিয়ে গত মাসে লোকসভাতেও সরব হয়েছিলেন সমাজবাদী পার্টির সাংসদ আনন্দ ভাদোরিয়া। কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব সেই সময় জানিয়েছিলেন, গানটি ইতোমধ্যে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং অশ্লীলতার বিরুদ্ধে সরকার কঠোর পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত।

এর আগে, গত ৬ এপ্রিল সিনেমার পরিচালক কিরণ কুমার ওরফে প্রেম, গীতিকার রাকিব আলম এবং প্রযোজনা সংস্থার প্রতিনিধিরাও কমিশনের সামনে উপস্থিত হয়ে ক্ষমা চেয়েছিলেন। প্রবল জনরোষের মুখে গানটির হিন্দি সংস্করণটি ইউটিউব থেকে মুছে ফেলা হলেও অন্য প্ল্যাটফর্মগুলোতে তা ছড়িয়ে পড়েছিল।

অভিনেত্রী নোরা ফাতেহি অবশ্য একটি ভিডিও বার্তার মাধ্যমে এই বিতর্ক থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তার দাবি, তিনি শুধুমাত্র কন্নড় সংস্করণের জন্য শুটিং করেছিলেন এবং তার অনুমতি ছাড়াই গানটি হিন্দিতে ব্যবহার করা হয়েছে।

'কেডি: দ্য ডেভিল' সিনেমাটি আগামী ৩০ এপ্রিল মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। কন্নড় ভাষার এই সিনেমাটি হিন্দিসহ চারটি ভাষায় ডাবিং করা হয়েছে। সঞ্জয় দত্তের এই মানবিক উদ্যোগ এবং ক্ষমা চাওয়ার বিষয়টি বিনোদনজগতে নারী অবমাননা রোধে একটি গুরুত্বপূর্ণ নজির হয়ে থাকবে বলে মনে করছে মহিলা কমিশন।

'গ্লোবাল ভ্যানগার্ড অনার' পাচ্ছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নতুন আরেকটি স্বীকৃতি পেতে যাচ্ছেন ভারতীয় অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। আগামী ৯ মে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া গোল্ড গালা ২০২৬-এ তাঁকে দেওয়া হবে 'গ্লোবাল ভ্যানগার্ড অনার' সম্মাননা।

আয়োজকদের ভাষ্য অনুযায়ী, গত আড়াই দশক ধরে এশীয় ও পশ্চিমা বিনোদন জগতের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন প্রিয়াঙ্কা। বলিউড ও হলিউড—উভয় অঙ্গনে সমান দক্ষতায় কাজ করে তিনি বিশ্বব্যাপী অনুপ্রেরণার নাম হয়ে উঠেছেন।

২০০২ সালে তামিল চলচ্চিত্র 'থামিজান' দিয়ে অভিনয়জগতে যাত্রা শুরু করেন তিনি। পরের বছর 'দ্য হিরো: লাভ স্টোরি অব আ স্পাই' ছবির মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক ঘটে। এরপর 'ফ্যাশন', 'বার্ফি', 'মেরি কম' ও 'দ্য স্কাই ইজ পিংক'-এর মতো চলচ্চিত্রে অভিনয় করে নিজেকে বলিউডের অন্যতম শীর্ষ অভিনেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করেন প্রিয়াঙ্কা। জনপ্রিয় সিরিজ 'কোয়ান্টিকো' দিয়ে হলিউডে যাত্রা শুরু করে তিনি 'সিটাডেল' এবং 'দ্য ম্যাট্রিক্স রিসারেকশনস'-এর মতো বড় প্রজেক্টে কাজ করেছেন। বর্তমানে তিনি নতুন সিরিজ 'হুইটলি' নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন।

অভিনয়ের পাশাপাশি প্রিয়াঙ্কা একজন প্রযোজক, গায়িকা ও লেখক হিসেবেও পরিচিত। তাঁর প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান পার্পল পেবেল পিকচার্স আঞ্চলিক ভাষার গল্পকে আন্তর্জাতিক দর্শকের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। তাদের প্রযোজনায় নির্মিত 'দ্য হোয়াইট টাইগার' অস্কার মনোনয়নও পেয়েছিল।

সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডেও সক্রিয় তিনি। ইউনিসেফের শুভেচ্ছাদূত হিসেবে শিশু অধিকার ও মেয়েদের শিক্ষার পক্ষে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন প্রিয়াঙ্কা। এর আগে তিনি পদ্মশ্রীসহ একাধিক সম্মাননা পেয়েছেন।

এক সাক্ষাৎকারে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া বলেন, শিল্পের কোনো সীমানা নেই। ভাষা, ভূগোল বা সংস্কৃতি যাই হোক, একজন শিল্পীর স্বপ্ন সর্বজনীন। এই সম্মান আমাকে আরও দায়িত্বশীল করছে।

একই অনুষ্ঠানে কিংবদন্তি অ্যাকশন তারকা জেট লি পাবেন 'গোল্ড লিজেন্ড অনার্স', আর সিমু লিউ পাচ্ছেন 'গোল্ড মোগল অনার্স'।

ক্যামিও চরিত্রে কত পারিশ্রমিক নেন তারকারা?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড ও দক্ষিণী সিনেমার শীর্ষ তারকারা শুধু প্রধান চরিত্রেই নয়, ক্যামিও রোলেও নেন আকাশছোঁয়া পারিশ্রমিক। কখনো কয়েক মিনিটের উপস্থিতিতেই কোটি কোটি টাকা আয় করছেন তারকারা। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এই সময়ের এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানা গেছে।

প্রতিবেদনে জানানো হয়, ২০২২ সালে এস এস রাজামৌলির ব্লকবাস্টার সিনেমায় ক্যামিও চরিত্রে অভিনয় করেন অজয় দেবগণ। জানা যায়, মাত্র কয়েক মিনিটের উপস্থিতির জন্য তিনি নেন প্রায় ৩৫ কোটি টাকা।

অন্যদিকে তামিল ছবি 'লাল সালাম'-এ ক্যামিও চরিত্রে দেখা যায় সুপারস্টার রজনীকান্তকে। এই ছোট চরিত্রের জন্য তিনি প্রায় ৪০ কোটি টাকা পারিশ্রমিক পেয়েছেন বলে জানা গেছে।

এস এস রাজামৌলির আরেকটি জনপ্রিয় সিনেমায় অল্প সময়ের উপস্থিতিতে অভিনয় করেন আলিয়া ভাট। মাত্র প্রায় ১৫ মিনিটের স্ক্রিন টাইমের জন্য তিনি পেয়েছিলেন প্রায় ৯ কোটি টাকা।

'গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি' সিনেমায় একটি বিশেষ নাচের দৃশ্যে ক্যামিও করেন হুমা কুরেশি। ওই এক দৃশ্যের জন্য তিনি নেন প্রায় ২ কোটি টাকা।

এছাড়া 'অতরঙ্গি রে' ছবিতে ক্যামিও চরিত্রে দেখা যায় অক্ষয় কুমারকে। জানা গেছে, এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় তিনি আয় করেন প্রায় ২৭ কোটি টাকা।

বিধ্বংসী সেঞ্চুরিতে এমন রেকর্ড গড়লেন মিচেল মার্শ, যা লখনউয়ের কোনও ব্যাটারের নেই

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বৃহস্পতিবার লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামে আইপিএলের ইতিহাসে নতুন নজির গড়লেন অস্ট্রেলিয়ার টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক মিচেল মার্শ। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বোলারদের বিরুদ্ধে তাণ্ডব চালিয়ে তিনি লখনউ সুপার জায়ান্টসের হয়ে দ্রুততম শতরান করার রেকর্ডটি নিজের নামে করে নিয়েছেন। এই বিধ্বংসী ইনিংসটি খেলার পথে তিনি রোমারিও শেফার্ডকে চার মেরে মাত্র ৪৯ বলে শতরানের মাইলফলক স্পর্শ করেন।

এই ইনিংসের মাধ্যমে মার্শ দলের অধিনায়ক ঋষভ পন্থের এক বছরের পুরনো রেকর্ড ভেঙে দিলেন। এর আগে ২০২৫ সালের মে মাসে এই একই মাঠে বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধেই পন্থ ৫৪ বলে শতরান করেছিলেন। মার্শ এদিন ১৪ ওভার শেষে ৫১ বলে ১০৭ রানে অপরাজিত ছিলেন, যেখানে তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ৯টি চার এবং ৯টি বিশাল ছক্কা। তাঁর এই আক্রমণাত্মক মেজাজ আরসিবির বোলারদের কোনো সুযোগই দেয়নি।

লখনউ সুপার জায়ান্টসের ইতিহাসে এটি মিচেল মার্শের দ্বিতীয় শতরান। এর আগে ২০২৫ সালের তিনি গুজরাত টাইটান্সের বিপক্ষে নিজের প্রথম আইপিএল সেঞ্চুরিটি পেয়েছিলেন। কেএল রাহুলের পর তিনি দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে লখনউয়ের জার্সিতে একাধিক শতরান করার কৃতিত্ব অর্জন করলেন। লখনউয়ের হয়ে দ্রুততম শতরানের তালিকায় কেএল রাহুল, মার্কাস স্টয়নিস এবং কুইন্টন ডি ককের মতো তারকাদের পেছনে ফেলে এখন শীর্ষস্থানে রয়েছেন মার্শ।

সান্তোসের অনুশীলনে অনুপস্থিত নেইমার, ভক্তদের উদ্বেগ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কোপা সুদামেরিকানার গ্রুপ পর্বের ড্র হওয়ার পর থেকেই সান লরেঞ্জো সমর্থকদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল নেইমারের সান্তোসের বিপক্ষে ম্যাচটি। আগামী পরশু গ্রুপ পর্বের তৃতীয় ম্যাচে নিজেদের মাঠে ব্রাজিলের ক্লাবটির মুখোমুখি হবে লরেঞ্জো। তবে ম্যাচের আগে শেষ অনুশীলনে নেইমারের অনুপস্থিতি নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে।

জানা গেছে, ২০১১ সালের লিবার্তাদোরেস জয়ী এই তারকা ফুটবলার ভাইরাল ইনফেকশনে আক্রান্ত হয়ে অনুশীলনে অংশ নিতে পারেননি। শুরুতে তার অনুপস্থিতির কারণ গোপন রাখা হলেও ব্রাজিলের গণমাধ্যমগুলো বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

এদিকে গ্রুপ পর্বে এখন পর্যন্ত পারফরম্যান্সে এগিয়ে রয়েছে সান লরেঞ্জো। রিকোলার বিপক্ষে ড্র এবং দেপোর্তিভো কুয়েনকার বিপক্ষে ২-০ গোলের জয়ে আত্মবিশ্বাসী দলটি। অন্যদিকে মাত্র ১ পয়েন্ট নিয়ে চাপে রয়েছে সান্তোস। ব্রাজিল লিগে ১৭ নম্বরে থাকা দলটির জন্য এই ম্যাচটি ঘুরে দাঁড়ানোর বড় সুযোগ।

স্বস্তির খবর হলো, সান্তোস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে নেইমার দলের সঙ্গে আর্জেন্টিনা সফরে যাচ্ছেন এবং ম্যাচে খেলার সম্ভাবনা পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া হয়নি।

৩৪ বছর বয়সী নেইমার বর্তমানে ক্যারিয়ারের কঠিন সময় পার করছেন। শৈশবের ক্লাবে ফিরে এলেও সান্তোসের পারফরম্যান্স খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। ২০২৫ সালে অবনমন এড়িয়ে টিকে থাকা দলটি এবারও লড়ছে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে।

শারীরিক সমস্যা নেইমারের জন্য নতুন নয়, বিশেষ করে যখন সামনে রয়েছে তার ক্যারিয়ারের শেষ বিশ্বকাপ। ব্রাজিল দলের কোচ কার্লো আনচেলত্তি একাধিকবার জানিয়েছেন, নেইমার শারীরিক ও মানসিকভাবে ফিট থাকলে তাকে জাতীয় দলে বিবেচনা করা হবে।

সময় নষ্ট করছে আইপিএলের দলগুলো, কঠোর নিয়মের দাবি গাভাস্কারের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে ম্যাচের সময় দীর্ঘায়িত হওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটার সুনীল গাভাস্কার। তাঁর মতে, দলগুলোর সময় অপচয়ের কারণে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের মূল গতি নষ্ট হচ্ছে এবং এ বিষয়ে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের।

গাভাস্কারের ভাষায়, আইপিএলের প্রায় প্রতিটি ম্যাচই এখন নির্ধারিত সময়ের বেশি সময় নিচ্ছে। অনেক ম্যাচ ৪ থেকে সাড়ে ৪ ঘণ্টা পর্যন্ত গড়াচ্ছে, যদিও সুপার ওভার বা অতিরিক্ত সময়ের মতো কোনো বিশেষ পরিস্থিতি থাকে না।

তিনি বলেন, স্লো ওভার রেট নিয়ে নিয়ম থাকলেও ম্যাচ দীর্ঘায়িত হওয়ার বিষয়ে কার্যকর কোনো বিধান নেই। এ কারণেই তিনি বোর্ডকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

নিজের কলামে গাভাস্কার লিখেছেন, 'দেখা যায় দলের রিজার্ভ প্লেয়াররা ম্যাচে মাঝে মাঠে ঢুকে পানির বোতল দিয়ে যান। এতে মাঠে ১১ জনের বেশি খেলোয়াড়ের উপস্থিতির মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। স্ট্র্যাটেজিক টাইমআউটের সময়ও অনেক খেলোয়াড় মাঠে ঢুকে যান। এটি বন্ধ করা উচিত।'

তিনি আরও বলেন, টাইমআউটের সময় কোচিং স্টাফের নির্দিষ্ট সদস্য ও দুইজন রিজার্ভ খেলোয়াড় ছাড়া অন্য কারও মাঠে প্রবেশ করা উচিত নয়।

ব্যাটসম্যানদের নামার সময় নিয়েও কড়া মত দিয়েছেন গাভাস্কার। বর্তমানে উইকেট পড়ার পর নতুন ব্যাটসম্যান নামার জন্য ২ মিনিট সময় দেওয়া হয়। তাঁর মতে, এখন খেলোয়াড়রা ডাগআউটে কাছেই থাকায় এই সময় ১ মিনিটে নামিয়ে আনা উচিত।

তিনি বলেন, সময় অপচয় রোধে নিয়ম না মানলে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। গাভাস্কারের মতে, কঠোর নিয়ম ছাড়া আইপিএলের গতি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব নয়।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR